আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৫৮৭

৬. নফল সালাত সমূহ [নফল সালাতের বর্ণনা] (كتاب النوافل)

পরিচ্ছেদঃ ৩) যোহরের পূর্বে ও পরে সুন্নাত নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ

الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها

আরবী

(صحيح) و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِى فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. رواه أحمد والترمذي

বাংলা

৫৮৭. (সহীহ্) আবদুল্লাহ বিন সায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকাআত নামায পড়তেন।[1] তিনি এরশাদ করেন, “এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, এ সময় আমার একটি নেক আমল আল্লাহর নিকট উত্থিত হোক।”

(হাদীসটি বর্ণনা করেন আহমাদ ৩/৪১১ ও তিরমিযী ৪৭৮)

ফুটনোট

[1] শায়খ আলবানী বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এ সালাত জুমআর পূর্বে পড়তেন না। হাদীস থেকে এ অর্থ গ্রহণ করাই আবশ্যক। কেননা একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন জুমআর দিন মসজিদে আসতেন তখন সরাসরি মিম্বরে গিয়ে বসতেন, বেলাল (রাঃ) আযান দিতেন অতঃপর তিনি খুতবা শুরু করে দিতেন। সুতরাং সুন্নতে মুহাম্মদীয়াতে দু’ রাকাআত সালাত পড়ার সময় পাওয়া যায় না। চার রাকাত সালাততো প্রশ্নই আসে না। মুকাল্লেদগন কি এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি অনুধাবন করতে পারবে? আর একথা জানবে যে, জুমুআর দিন আযানের পূর্বে এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পূর্বে সাধারণভাবে সালাত আদায় করা শরীয়ত সম্মত?

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী □ বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু সাইব (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88458

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন